দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 13 1999 ..
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২.....

147

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস —জনকণ্ঠ

আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন॥ চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা সনদপত্র তুলে দেবেন

তৌহিদ ইবনে ফরিদ, *চবি থেকে*

সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান আজ। সবুজের গালিচা পাতা প্রিয় প্রাঙ্গণ অনেক দিন পর আজ অন্যরকম মুখরতায় জেগে উঠবে। পাহাড়ের মমতা দিয়ে ঘেরা হিজল-জারুল আর তমালের তলে সেই ফেলে আসা দিনগুলোকে খুঁজে ফিরবে অযুত জোড়া চোখ চাহনিতে বিগত অতীতের বিস্ময় নিয়ে। পত্র-পল্লবে বাসন্তী বাতাসের মিষ্টি মধুর পরশে ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থনে কলমুখরতায় মেতে উঠবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক সাবেক শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পর সেই মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবনের সোনালি ফসল তথা অমূল্য সনদের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা আজ এক আড়ম্বরের আনন্দ আবাহনে প্রধান আকর্ষণ হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিটি সোনালি হাতে তিনি তুলে দেবেন বিদ্যার পরম স্বীকৃতি সনদপত্র। এরই হৃদস্পন্দন বাড়ানো প্রতীক্ষায় সেই ক্যাম্পাস মাতানো কৃতীদের দল আজ খুঁজে ফিরবে হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তের হীরার টুকরাগুলোকে। সকাল সোয়া ১১টায় বর্ণাঢ্য সমাবর্তন শোভাযাত্রাসহ প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের পর সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। সমাবর্তন বক্তার আসন অলঙ্কৃত করবেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সমাবর্তন উপলক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম আগমনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় নবরূপ ধারণ করেছে। প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্যের মাঝে রং-বেরংয়ের ব্যানার, ফেস্টুন ও প্লাকার্ড দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ সড়কপথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ থেকে শুরু করে প্রতিটি ভবনের গায়ে লেগেছে নতুন রং। প্রতিটি সড়কের উন্নয়ন ও কার্পেটিংয়ের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পাহাড়ঘেরা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের প্রায় অর্ধাংশজুড়ে নির্মাণ করা হয়েছে বিশাল আকারের প্যান্ডেল। ৫ সাবেক শিক্ষার্থীসহ সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী প্রায় সাড়ে তিন হাজার অতিথি এই প্যান্ডেলের নিচে বসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করবেন। সমাবর্তন এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, প্রতিটি স্পর্শকাতর স্থানে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তায় নিযুক্ত থাকবে এক হাজার সদস্যের বিশেষ ফোর্স।

সমাবর্তনে যাঁরা অভিষিক্ত হবেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ডিগ্রীধারী ১ হাজার ৬২ জন আজকের সমাবর্তনে সনদপত্র গ্রহণ করবেন। তন্মধ্যে পিএইচডি ডিগ্রীধারী চার জন এবং এমফিল ডিগ্রীধারী একজন রয়েছেন। এছাড়া রচনা প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য দু'জনকে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে ১৯৬৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ডিগ্রীধারীকে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিশীল

(৭-এর পাতায় দেখুন)

আজ চট্টগ্রাম

(৮-এর পাতার পর)

চেতনায় বিশ্বাসী গোলাপী প্যানেলের শিক্ষকগণও ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবর্তন বর্জন করেছিলেন। সাদা প্যানেলের সমাবর্তন বর্জনের সিদ্ধান্ত গোলাপী প্যানেলের উপর প্রতিশোধ বলে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ জানান। এছাড়া বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির সমাবর্তনবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে বলে দলীয় সূত্র জানায়।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের দ্বিতীয় সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে একদিকে চলছে উৎসব, অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে উত্তেজনার। প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভানেত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আগমনকে স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে সমাবর্তন বর্জনসহ প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উক্ত ছাত্র সংগঠনগুলো প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথে কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী নিয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীর আগমন প্রতিহতকারীদের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাব ব্যক্ত করেছে।